বিবর্তনের জার্সিতে বিশ্বকাপে টাইগারদের পারফরম্যান্স

মুশফিক শিয়াল ::
অনেক আলোচনার পর বদলানো হচ্ছে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ জার্সি। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি অনুমোদন নিয়েই টাইগারদের বিশ্বকাপের জার্সি বদলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিশ্বকাপ জার্সি উন্মোচন করার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সরব হয়ে ওঠে জার্সি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনায়। জার্সির রঙ ও ডিজাইন সন্তুষ্ট করতে পারেনি বেশির ভাগ টাইগারপ্রেমীদের।
বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু বিশ্বকাপের সপ্তম আসরে, ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে। তারও আগে ১৯৮৭ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফির ফাইনালে কেনিয়াকে হারিয়ে নতুন ইতিহাসের জন্ম দেয় বাংলাদেশ। আইসিসির পূর্ব ঘোষণা অনুসারে সপ্তম বিশ্বকাপ আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে বাংলাদেশ।

১৯৯৯ বিশ্বকাপ:
১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জার্সিতে ছিল সবুজের মাঝে বুকের ওপর বাঘের ডোরাকাটা দাগ। জার্সির কলার ছিল হলুদ। ছিল না লালের কোনো আভা। সেই বিশ্বকাপে বাংলাদেশ অভিষেক ম্যাচে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছিল নিউজিল্যান্ডকে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কোচ গর্ডন গ্রিনিজের অধীনে ১৭ মে চেমসফোর্ডের ওই ম্যাচে হেরেছিল নবাগত বাংলাদেশ। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ২২ রানে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ নেয় আমিনুল ইসলাম বুলবুলের দল। এরপর পাকিস্তানকে ৬২ রানে হারিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে জানান দিয়েছিল ঘরে যেতে আসেনি টাইগাররা। ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপে পাঁচটি ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় ও তিনটিতে পরাজিত হয় বাংলাদেশ।

২০০৩ বিশ্বকাপ:
২০০৩ সালে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ। সেবার বাংলাদেশের জার্সি ছিল গাঢ় সবুজের সঙ্গে লাল বর্ডার দেওয়া, বুকে ছিল হলুদ রঙের 'বাংলাদেশ' লেখা। বিশ্বকাপের সেই আসরের পরে অনেক আবেগী বাংলাদেশি সমর্থক সেই জার্সিকে অপয়া বলে মন্তব্য করেছিলেন। হয়তো এর কারণও ছিল। সেই বিশ্বকাপে কানাডা, কেনিয়ার মতো দলের বিপক্ষে হেরেছিল বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের অষ্টম আসরে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচে হেরে যায় লাল কলার আর পাঁজরের দুই পাশে লাল বর্ডারের জার্সিধারীরা। সেই বিশ্বকাপে দলের অধিনায়ক ছিলেন বালেদ মাসুদ পাইলট অর কোচ ছিলেন পাকিস্তানের মহসিন কামাল।

২০০৭ বিশ্বকাপ:
২০০৭ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জার্সিতে ছিল সবুজ, হলুদ আর লাল রঙ। বুকে ছিল সাদা হরফে লেখা বাংলাদেশ। সেবার টাইগারদের রঙিন জার্সিতে পারফরম্যান্সও ছিল রঙিন। সেই বিশ্বকাপে শচিন, গাঙ্গুলি, দ্রাবিড়দের ভরতকে বিদায় করে দিয়ে সুপার এইট নিশ্চিত করেছিল তারুণ্যের তালে উড়ে চলা তামিম, মুশফিক, সাকিবরা। সুপার এইটে উদ্ভত বাংলাদেশ হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। টাইগারদের সেবারের জার্সিতে সবুজের আধিক্য তো ছিলই, কলারে এবং হাতার নিচের অংশে

ছিল লাল। পাঁজরের দুই পাশে ছিল হলুদ বর্ডার দেওয়া। মানজারুল ইসলাম রানার মৃত্যুর পরের দিনই খেলতে নেমেছিল মাশরাফিরা। শোকেকে শক্তিতে রূপ দিয়ে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভারতকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে দেয় হাবিবুল বাশার সুমনের দলটি। বারমুডকে সাত উইকেটে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় তুলে নেয় টাইগাররা। সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৬৭ রানে হারায় অস্ট্রেলিয়ান কোচ ডেভ হোয়াটমোরের শিষ্যরা।

২০১১ বিশ্বকাপ:
২০১১ বিশ্বকাপ ছিল দেশের মাটিতে খেলা বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো ভরত ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক দেশ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল বাংলাদেশেই। সেই আসরে বাংলাদেশ চতুর্থবার অংশ নেয়।

সেবার টাইগারদের জার্সিতে সবুজের মাঝে ছিল হলুদ। বুকের মাঝে ছিল সাদা রঙে বাংলাদেশ লেখা। বুকের দুই পাশে ছিল হলুদ। কলার আর হাতার নিচের অংশে ছিল লালের বর্ডার। জার্সির নিচের দিকে ছিল গাঢ় সবুজের ছোপ ছোপ মিশ্রন। সেবার ঘরের মাঠে সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বে খেলা দলটির পারফরম্যান্সও ছিল ভালো-মন্দের মিশ্রনে ভরপুর। ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ড-নেদারল্যান্ডসকে হারালেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৫৮ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৭৮ রানে অলআউট হয়ে যাওয়া স্বাগতিক বাংলাদেশ বিদায় নিয়েছিল প্রথম পর্বেই। আয়ারল্যান্ডকে ২৭ রানে হারিয়ে নিজেদের প্রথম জয় তুলে নেয় টাইগাররা। পরে ইংল্যান্ডকে দুই উইকেটে ও নেদারল্যান্ডসকে ছয় উইকেটে হারায় অস্ট্রেলিয়ান কোচ জেমি সিডন্সের শিষ্যরা।

২০১৫ বিশ্বকাপ:
২০১৫ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ পঞ্চবারের মতো অংশ নেয়। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সেই আসরে প্রথমবারের মতো নক-আউট পর্বে খেলেছে বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের জার্সিতে বাঘের ডোরাকাটা থাকলেও ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে পুরো বাঘটাই চলে এসেছিল জার্সিতে। সবুজ স্ট্রাইপের ওপর হলুদ অক্ষরে বাংলাদেশ লেখা ছিল। জার্সির নিচের দিকে ছিল বাঘের মুখের একটা ছাপ। কলারে ছিল লালের মাঝে সবুজ, হাতেও ছিল লাল। জার্সির নিচের দিকেও ছিল লালের বর্ডার। সেবার মুশফিকের দুর্দান্ত পারফর্মে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে ১০৫ রানের বিশাল ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে খেলতে পারেনি মাশরাফির নেতৃত্বে খেলতে যাওয়া অকুতোভয় টাইগাররা। পয়েন্ট ভাগাভাগিতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৯২ রানে হারলেও চতুর্থ ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ছয় উইকেটে হারায় টাইগাররা। পঞ্চম ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ১৫ রানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে লঙ্কান কোচ চন্দিকা হাথুরুসিংহের শিষ্যরা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দারুণ খেলে মাশরাফির দলটি হেরেছিল ৩ উইকেটে। কোয়ার্টার ফাইনালে ভরতের বিপক্ষে আম্পায়ারদের বিতর্কিত কিছু সিদ্ধান্তের বলি হতে হয় টাইগারদের।

২০১৯ বিশ্বকাপ:
আগামী ৩০ মে শুরু হচ্ছে দ্বাদশ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। যেখানে বিশ্বসেরা দশ দলের একটি হয়ে অংশ নেবে টাইগাররা। এটি হচ্ছে বাংলাদেশের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। এবারের বিশ্বকাপের জার্সি নিয়ে যা হয়ে গেল, ক্রিকেটের ইতিহাসে এমনটি হয়েছে কী না জানা নেই। বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের দেখানো এবারের বিশ্বকাপ জার্সিতে থাকছে সবুজ, লালের মিশ্রন। কলারে আছে গাঢ় সবুজ। হাতায় থাকছে লাল রঙ। বুকের মাঝামাঝি লালের ভেতরে থাকছে সাদা রঙে লেখা বাংলাদেশ। দেশের নামের নিচ থেকে জার্সিতে থাকছে গাঢ় সবুজের জ্যামিতিক স্ট্রাইপ। বাংলাদেশ এবার প্রথম পর্বে খেলবে ৯টি ম্যাচ। সেমি ফাইনাল আর ফাইনালে উঠতে পারলে ম্যাচের সংখ্যা নিশ্চিত বাড়বেই।

দশ দলের বিশ্বকাপ স্কোয়াড

স্পোর্টস ডেস্ক ::
ওয়ানডে বিশ্বকাপ আপনার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে। ৩০ মে, বসছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসে বিশ্বকাপের দ্বাদশ আসর। দশ দলের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা শেষ। দীর্ঘ দেড়মাস ব্যাপী টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ১০ দলের সবাই একে অন্যের বিপক্ষে খেলবে। সেরা চারদল উঠবে সেমিফাইনালে। ১৪ জুলাই লর্ডসে হবে ফাইনাল। আগামী ২৩ মে'র আগে দলে সংযোজন-বিয়োজন করা যাবে। দেখে নিন কেমন হলো আপনার প্রিয় দলের বিশ্বকাপ স্কোয়াড।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের স্কোয়াড:
মাশরাফি বিন মুর্তজা (অধিনায়ক), সাকিব আল হাসান (সহ-অধিনায়ক), তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মোস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, লিটন কুমার দাস, সৌম্য সরকার, রুবেল হোসেন, মেহেদি হাসান মিরাজ, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, মোহাম্মদ মিঠুন, আবু জায়েদ রাহি, সাব্বির রহমান।

বিশ্বকাপে ভারতের স্কোয়াড:
বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), মহেন্দ্র সিং ধোনি, রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, হার্দিক পান্ডিয়া, যুজবেন্দ্র চাহাল, জাসপ্রিত বুমরাহ, বিজয় শংকর, কেদার যাদব, ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদব, মোহাম্মদ শামি, লোকেশ রাহুল, দিনেশ কার্তিক এবং রবীন্দ্র জাদেজা।

বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোয়াড:
জেসন হোল্ডার (অধিনায়ক), ক্রিস গেইল, এভিন লুইস, ড্যারেন ব্রাভো, শিমরন হিটমায়ার, শাই হোপ, নিকোলাস পুরান, কার্লোস ব্রাথওয়েট, অশ্লে নার্স, কেমার রোচ, ওশানে থমাস, শেল্ডন কট্রেল, ফ্যাবিয়ান এলেন ও শ্যানন গ্যাব্রিয়েল।

বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের স্কোয়াড:
গুলবাদিন নাইব, মোহাম্মদ শাহজাদ (উইকেটরক্ষক), নুর আলি জাদরান, হযরতউল্লাহ জাজাই, রহমত শাহ, আসগর আফগান, হাশমতউল্লাহ শহিদি, নাজিবুল্লাহ জাদরান, সামিউল্লাহ শিনওয়ারি, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, দৌলত জাদরান, আফতাব আলম, হামিদ হাসান ও মুজিব উর রহমান।

বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোয়াড:
ফাফ ডু প্লেসিস (অধিনায়ক), জেপি ডুমিনি, ডেভিড মিলার, ডেল স্টেইন, আন্দেইল ফেলুকাওয়ো, ইমরান তাহির, কেগিসো রাবাদা, ডোয়াইন প্রিটোরিওয়াস, কুইন্টন ডি কক, আনরিচ নরজে, লুঙ্গি এনগিদি, আইডেন মার্করাম, রাসি ভ্যান ডুসেন, হাশিম আমলা এবং তাবরাইজ সামসি।

বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার স্কোয়াড:
দিমুথ করুনারত্নে (অধিনায়ক), আভিশকা ফার্নান্দো, সাহিরু থিরিমান্নে, কুশল পেরেরা, কুশল মেন্ডিস, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা, জেফরি ভ্যান্ডারসে, থিসারা পেরেরা, ইসুরু উদানা, লাসিথ মালিঙ্গা, সুরাঙ্গা লাকমল, নুয়ান প্রদীপ, জীবন মেন্ডিস এবং মিলিন্দা সিরিবর্ধনে।

বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের স্কোয়াড:
ইয়ন মরগান (অধিনায়ক), মইন আলি, জনি বেয়ারস্টো, জস বাটলার, টম কুরান, জো ডেনলি, অ্যালেক্স হেলস, লিয়াম প্লাংকেট, আদিল রশিদ, জো রুট, জ্যাসন রয়, বেন স্টোকস, ডেভিড উইলি, ক্রিস ওকস এবং মার্ক উড।

বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের স্কোয়াড:
কেন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), মার্টিন গাপটিল, হেনরি নিকোলস, রস টেইলর, টম ল্যাথাম, কলিন মানরো, টম ব্রান্ডেল, জিমি নিশাম, কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, টিম সাউদি, ম্যাট হেনরি, লুকি ফার্গুসন, ট্রেন্ট বোল্ট।

বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড:
অ্যারন ফিঞ্চ (অধিনায়ক), স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার, উসমান খাজা, শন মার্শ, গ্লে-ন ম্যাক্সওয়েল, (এরপর ১৯ পৃষ্ঠায়)

ভেট্টোরিকে টপকে দ্রাবিড়ের পাশে মাশরাফি

স্পোর্টস ডেস্ক ::
বাংলাদেশ আরও একটি ফাইনালে উঠেছে। জিদেশীয় সিরিজে আগামী শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শিরোপা লড়াইয়ে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ফাইনালের আগে নিজেকে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন টাইগার অধিনায়ক মাশরাফি। ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে ম্যাচ জেতায় নিউজিল্যান্ডের সাবেক দলপতি ড্যানিয়েল ভেট্টোরিকে ছাড়িয়ে ম্যাশ বসেছেন ভারতের দ্য ওয়াল খ্যাত সাবেক দলপতি রাহুল দ্রাবিড়ের পাশে।
ওয়ানডে ফরম্যাটে মাশরাফির দলটি দারুণ ফর্মে। নিয়মিতই হারাচ্ছে উইন্ডিজদের। এখন পর্যন্ত ১৬টি ওয়ানডেতে মুখোমুখি হয়েছে দুলল। এই ১৬ ম্যাচের ৯টিতেই জিতেছে বাংলাদেশ। দুই দলের সর্বশেষ ৫ দেখায় ৪ বারই জিতেছে টাইগাররা। চলতি বছর দুইবারের দেখায় দুইবারই জিতেছে বাংলাদেশ। শুক্রবারের ফাইনালে স্বভাবতই ফেভারিট থাকবে মাশরাফির দল।
ওয়ানডেতে মাশরাফির নেতৃত্বে বাংলাদেশ খেলেছে ৭৫ ম্যাচ। যেখানে টাইগাররা জিতেছে ৪২ ম্যাচে, হেরেছে ৩১ ম্যাচে আর পরিত্যক্ত হয়েছে দুটি ম্যাচ। ম্যাশের জয়-পরাজয়ের হিসেব ৫৭.৫৩ শতাংশে। ভেট্টোরি ৮২ ম্যাচে কিউইদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেখানে তার দল ৪১ ম্যাচে জেতার পাশাপাশি হেরেছে ৩৩ ম্যাচ। জয়-পরাজয় ৫৫.৩৩ শতাংশে। এদিকে, রাহুল দ্রাবিড়ের অধীনে ভারত খেলেছে ৭৯ ম্যাচ, যেখানে টিম ইন্ডিয়া জিতেছে ৪২ ম্যাচ, হেরেছে ৩৩ ম্যাচ (পরিত্যক্ত ৪ ম্যাচ)। দ্রাবিড়ের জয়-পরাজয়ের হিসেব ৫৬ শতাংশে। এর আগে মাশরাফি টপকে যান ভারতের আরেক কিংবদন্তি কপিল দেবকে। ভারতের সর্বকালের এই গ্রেট দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৭৪ ম্যাচ, যেখানে তার নেতৃত্বে ভারত জিতেছিল ৩৯ ম্যাচ। নর্থাইল এক্সপ্রেস খ্যাত মাশরাফির সামনে আছেন পাকিস্তানের মিসবাহ উল হক (৪৫), ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্যার রিচি রিচার্ডসন (৪৬), অ্যারন ফিঞ্চের উইলিয়াম পোর্টারফিল্ড (৪৬), শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ (৪৯), অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল ক্লার্ক (৫০)।

ওয়ানডেতে অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ ম্যাচ জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং। ১০ বছরে (২০০২-২০১২) তিনি অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছেন রেকর্ড ২৩০ ম্যাচ। তার অধীনে অজিরা জিতেছে সর্বোচ্চ ১৬৫ ম্যাচ, হেরেছে ৫১ ম্যাচ, পরিত্যক্ত হয়েছে ১২টি ম্যাচ আর টাই হয়েছে দুটি ম্যাচ।

সেমিতে নাদাল বিদায় নিলেন ফেদেরার

স্পোর্টস ডেস্ক
সময়টা বেশ খারাপ যাচ্ছে সুইস কিংবদন্তি টেনিস তারকা রজার ফেদেরারের। বয়সের ভারে নেই আগের সেই জৌলুস। একে একে বেশ কিছু গ্র্যান্ড স্ল্যাম হাত ছাড়া হয়েছে।
এবারে মাদ্রিদ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিয়েছেন এই সুইস। তিন বছর পরে ক্লে কোর্টে ফিরেছেন ফেদেরার। তবে ভাগ্য ফেরেনি তার সাথে।
তবে তার ফেরাটাকে সুখকর হতে দিল না অস্ট্রিয়ান তারকা ডমিনিক থিয়াম। ফেদেরারকে ৩-৬, ৭-৬ ও ৬-৪ সেটে হারিয়ে জায়গা করে নেয় মাদ্রিদ ওপেনের সেমি ফাইনালে।
সেমি ফাইনালে থিয়ামের প্রতিপক্ষ বর্তমানে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ।
অন্যদিকে আর এক সুইস টেনিস খেলোয়াড় ওয়ারিঙ্কাকে ৬-১ ও ৬-২ সেটে হারিয়ে সেমি ফাইনালে উঠেছেন রাফায়েল নাদাল। ঘরের মাঠে নাদালের সাথে লড়াইয়ে যেন নামতেই পারেননি ফেদেরারের এই স্বদেশী।
মাত্তসর ৬৯ মিনিটে ম্যাচ জিতে সেমিতে নাদাল। সেমিতে লড়বেন নবম বাছাই গ্রীক স্টেফানোস সিটসিপাসের বিপক্ষে।